তারিখ ... পৃঃ ৪ কলাম ৬

বেসরকারি শিক্ষক ও তৃতীয় বিভাগ

৫ ২৪ আগস্ট বেসরকারি শিক্ষক গঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষামন্ত্রী ও ক্ষা বিভাগের মহাপরিচালকের মধ্যে যে ক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আমার ছু বক্তব্য আছে। সরকার ধর্মঘটি শিক্ষকদের চাপে যখন সরকারি অনুদান ১০% বাড়ালেন, তখনই এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হল। বেতন বৃদ্ধি ও শর্তারোপ কিভাবে সম্পর্কযুক্ত বা কতটুকু সম্পর্কযুক্ত তা আমার বোধগম্য নয়।

চুক্তির নয় (৯) নং শর্ত মোতাবেক যে কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত কেউই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে পারবেন না। এতে যে দেশের শিক্ষার মান উন্নত হবে তার নিশ্চয়তা থাকলে কোন কথাই উত্থাপিত হতো না। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সার্বিক চিত্র যে ভিন্নরূপ, তা বুঝানোর জন্যই আমার চিঠি। পরীক্ষাগুলোতে প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগ বাগিয়ে নিতে পারার মধ্যেই যে শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয় নেই, তা বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ও পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা সবাই অবগত আছেন। মেধার দ্বারা নয়, নকলের সাহায্যেই পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে পারে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এদেশে নগণ্য নয়। তৃতীয় বিভাগেও পাস করার যোগ্যতা রাখে না, এমন ছাত্রছাত্রীকে প্রথম বিভাগে পাস করে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। বিগত বছরগুলোতে নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রায় সবগুলো নম্বর পেয়ে এবং রচনামূলক অংশে একক সংখ্যার নম্বর পেয়ে এসএসসি প্রথম বিভাগে পাস করেছে– এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কি খুবই কম? এরপরে উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রি পরীক্ষার কথায় আসা যাক। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এসব পরীক্ষার বেশির ভাগ কেন্দ্রেই বিষয়-শিক্ষকগণ যদি প্রণীত প্রশ্নপত্রে পাস করার যোগ্যতা রাখেন, তাহলে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীই এসব বিষয়ে পার পেয়ে যায়। শিক্ষকদের যেখানে নকল প্রতিরোধ করার কথা, সেক্ষেত্রে তারা এসব অনৈতিক কাজে কেন লিপ্ত হন বা হতে বাধ্য হন, তারও যৌক্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে। অবশ্য তারও যে ব্যতিক্রম রয়েছে, তা বলতেই হয়। প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে কড়াকড়ি করার কথা শোনা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হতে বড় একটা দেখাই যায় না। এরও ব্যাখ্যা বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে বলে মনে হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাবলিক পরীক্ষাসমূহের এ-ই যখন বাস্তব চিত্র, তখন তৃতীয় বিভাগ বর্জনের সরকারি এ সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত তাতে চিন্তাভাবনা করে দেখার দাবি রাখে। সরকার ও আমাদের বিজ্ঞ শিক্ষক নেতৃবৃন্দের (অবশ্য দু-চারজন বাদে) মধ্যে যেদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, ঘটনাচক্রে সেদিন আমরা শিক্ষক নিয়োগ কমিটির শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত এক সভায় উপস্থিত ছিলাম। ওই পদে বিএ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণী প্রাপ্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও আমরা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নিরিখে একজন তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নিয়োগদানের জন্য সুপারিশ করি। সরকারি নীতির ফলে পরে অবশ্য আমাদের নির্বাচিত প্রার্থীকে নিয়োগদান করা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় ফেল করা দ্বিতীয় বিভাগ/ শ্রেণী প্রাপ্ত প্রার্থীকে নিয়োগ দান করলে কি বিদ্যালয়টি উপকৃত হতো?

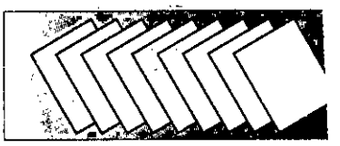

এখানে আমার একটা প্রস্তাব সদাশয় সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করতে চাই। তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী প্রাপ্তরা যেসব পরীক্ষায় যে কোন কারণে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী পেয়েছেন, বয়স বা পরীক্ষার সাল

নির্বিশেষে তাদেরকে তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণী প্রাপ্ত পরীক্ষাগুলোতে পুনরায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেয়া হোক, যাতে যারা ইচ্ছা করবেন, তারা তাদের অতীত জীবনের পাপ স্খলনের সুযোগ পাবেন এবং নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।

রফিক আহমদ
ডেপুটি বাজার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট